

পিকু - প্যাকালে

আর

পাগলা বাস



শাহরিয়ার

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

১ম প্রকাশ : ২০১৫

২য় প্রকাশ : ২০২১

কমিক : শাহরিয়ার বান

মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৮৩, +৮৮-০২-৪৮১১৭৬৭৯, +৮৮-০২-৪৮১১০৬২৯, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯১১০৬৩৮

ইমেইল : cic@infocom.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.infocom.gov.bd

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

ফোন : +৮৮-০২-৪৮১১৭৪১২, +৮৮-০২-৪৮১২০৮৭৯

ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org



পিকু - প্যাকাল আর দাগলা বাম



মফস্বল শহর বাদকুশার অনুরে।

এটা কোনে ছুটি হলো? কোনে অ্যাডভেঞ্চার নেই।
কোনো বেডামো নেই।

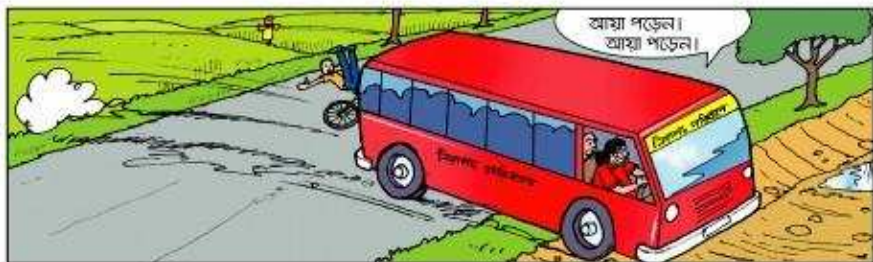


কেন! আমরা যে সাইকেলে করে
সাবা দিন টো-টো করে ঘুরছি—
এটা খারাপ কি, পিকু?



এই ছুটিতে যদি এমন কিছু করতে পারতাম, যা আমাদের
ঘুমন্ত শহরটা জাগিয়ে তুলত, তাহলে শান্তি পেতাম।









ড্রাইভার রাহা তো পলাতক।
তবে মামলা হয়েছে এবং
কঠিন তদন্ত চলছে।



কিন্তু কেন নিরাপদ পরিবহণ ব্যবস্থার
দুর্ঘটনা করে, তা কী করে বলি?
আমরা একশ রকম মামলা নিয়ে কাজ করি।
ওসব খুঁটিনাটি ঘাটির সময় পাই না।



ধন্যবাদ এসি আংকেন।
বুঝেছি। আমরা তাহলে
উঠি। খোদা হাফেজ।



আহ! রাগ করছে
কেন? আমাদের
সীমাবদ্ধতা আছে।



নিরুৎসাহিত না হয়ে— নিরাপদ
করপোরেশনের সহকারী সচিব খায়ের
সাহেবের কাছে যাও। তিনি তোমাদের সব
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।



ইন্সপেক্টর হাতেম তোমাদের
পাঠিয়েছে? হেহ!



এসব বাক্স-কাক্স আমার কাছে কেন?
কী চাই? ফুটবলের টানা? হেহ!



আমরা জানতে চাই,
নিরাপদ পরিবহণ গত
এক বছরে কতগুলো
দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে?



আব ড্রাইভার
রাহাকে এই সংস্থা করে
এবং কীভাবে নিয়োগ
দিয়েছিল?



ভোস...
ভোস...



টিয়া! আরো
টিয়া দ্যাও!







যেহেতু এই অফিসার জনতার তথ্যের অধিকার অস্বীকার করে, সেহেতু আমরা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য চাইব। তাতে ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য দিতে বাধ্য।



আইন অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ফরমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাইব।



এই ফরমটা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তবে এটা বাড়ির পাশের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারেও পাওয়া যায়।



এবার ফরম পূরণ কর। এটা দিতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর। এবার নিষ্ঠুরভাবে লিখ— কী কী তথ্য জানতে চাস। ভুল করলে ওরা তোকে জোপাবে।



এটা নিরাপদ করসোবেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দেয়ার সময় একটা ফটোকপিতে তার সিল-স্বাক্ষর রাখবি।



তা কী চাও তোমরা?



আমরা তথ্য চেয়ে এই
আবেদনপত্রটা জমা দিতে
এসেছি। এই নিন।



হুম। সব ঠিক ঠিক লাগছে। কিন্তু
এসব গ্যাম্বলের কী দরকার?
খায়ের সাহেবের কাছে গেলেনি তো...



খায়ের সাহেব মনে
করেন, আমাদের তথ্য
চাওয়ার অধিকার নেই।

আমরা
আইনসিদ্ধান্তে
তথ্য চাই।



হুহু। সব খাটনি আমার ওপরে। এই যে সিল
দিয়ে কপি দিলাম। তজ্ঞার কপি পেতে কত
খরচ লাগবে জানিয়ে দেব, তখন পাঁচ
কর্মদিবসের মধ্যে টাকা জমা দিবা।



আর তথ্য পাবা
২০ কর্মদিবসের মধ্যে।

মানে প্রায়
এক মাস?



এর মধ্যে ওই কন্যাশ বাবা ড্রাইভার তো
আরেকটা ঘটনা ঘটাবে।



এহম। হে হে— হে হে কী ফাইল
খোজেন আপনারা? টেডার?
নিয়োগ? পোরমেশন?



আমার নাম হে হে হাসেম।
আবুল হাসেম। আপনারা
যা খুঁজতজেন তা আমি
দিতে পারি।



আমরা নিরাপদ পরিবহণের
দুখটনা এবং ড্রাইভারদের
রেকর্ড খুঁজছি।



নো প্রবলেম। যা ফাইল চান
সব কপি কইরা দিতে পারি।
প্রতি ফাইল ১ হাজার টাকা।
সব হইবে গোপনে।



ধন্যবাদ হাসেম ভাই। কিন্তু আমরা
গোপনে কিছু চাই না। ঘুষও দিই না।
যা নেব— অধিকার দিয়ে নেব।







হ্যাঁ বাধ্য। তবে আইনের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে। মন্দ লোকেরা সব সময় ব্যতিক্রমের আশ্রয় নিয়ে প্রত্যাখ্যান করে।



ব্যতিক্রম আছে, তাই বলে ব্যতিক্রম দেখিয়ে যেকোনো তথ্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ নেই।



কিন্তু ব্যতিক্রমগুলো আইনে সিন্ডি হলে আমাদের কী করার আছে?



এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় জন্য এই আইনে আরো পথ আছে।



বসো। অনেক খেটে তোমাদের উত্তর রেডি করেছে।



এই নাও।



এটা আপনি কী দিলেন।



যা দিয়েছি ঠিকই দিয়েছি। অন্য কিছু করার নেই। যাও, এবার বাড়ি যাও।



কিন্তু আপনি আমাকে একটা বাজারের লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছেন।



ওহু! সবি! সবি! ভুল করেছে! এই যে! এই যে! এই তো!



সবি ভাইয়া! আমরা তোমাদের কোনো তথ্য দিতে পারছি না।



তথ্য নিতে না পারার কারণ হিসেবে
উল্লেখ করেছেন যে, এসব তথ্য
সংবেদনশীল এবং এসব তথ্য
প্রকাশ করলে...



...সরকারের
ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে!!!



হা হা হা... দুইটানা আর ড্রাইভারদের বেকার্ড নাকি
সংবেদনশীল এবং এগুলো প্রকাশ করলে নাকি
সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে।



হাতই পারে— নিরাপদের বাসগুলো
আসলে অ্যাটম বোমা। এটি
সংবেদনশীল তথ্য। হা হা হা।



আর এই করপোরেশন
এত দুর্বল করেছে যে সে তথ্য
প্রকাশ পেলে সরকারি ভাবমূর্তি
ক্ষুণ্ণ হবে।



ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার মতো কাজ করছেন
নাকি আপনারা? তাহলে তো তথ্য প্রকাশ
আরো জরুরি। হা হা। আসি আজ।



এবার আমাদের যুদ্ধের পালো। আমরা আপিল
করব। যা প্যাকালে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেটার
থেকে একটা আপিল ফরম নিয়ে আয়।



করপোরেশন সচিব মাহবুব
আলীর কাছে প্রতিকার চেয়ে
ফরমটা পূরণ কর।



এবার সেটা সচিবের
পি-এস—এর কাছে জমা
দিবি। জমা দেয়ার
প্রমাণ রাখবি।



এবার ১৫ দিন
অপেক্ষা কর।



কটা গ্রামে ছোঁড়ার বেয়াদবি
সহ্য হচ্ছে না! ওই আপিল দরখাস্ত
গ্রহণ করলে কেন?





তাই স্যার যখন পিকু-প্যাকলের মতো দুজন
অবচীন করপোরেশনের তথ্য চেয়েছে,
আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছি।



এসবই স্যার এই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে।
(গাব...গাব) এবং আপনার সুনাম ও
উন্নতির স্বার্থে (গাব গাব)।



খায়েও, তুমি
ঠিক কাজ
করেছ।



সেক্রেটারি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের
সুনাম রক্ষা আমার কাজ। আপিল
প্রত্যাখ্যান করুন।



কী কলেক্টারি: তুই এখানে কী
করিস? জলদি ডাগ!



স্যার, এত টাকা দিয়া চাকরি লয়া
পলয়া থাকতে ডালো লাগে না!
আমারে একটা কাজ দেন!



ওরে দুখা, অমন জঘন্যভাবে
বাস না চালালে তো তোকে
লুকিয়ে থাকতে হতো না!
বাস চালাতি- ডিজেলও
চুরি করতে পারতি!



তুল করছি- মাফ কইরা দেন।
একটা কাজ দেন। আপনার
ড্রাইভারের কাজটা দেন!



তোর মতো পাগলার
হাতে আমার গাড়ি দেব?
মাথা খারাপ।
আমি মরতে চাই না।



তুই চুপচাপ একটা মাস কাটিয়ে দে,
আমি তোকে আবার বাসের
ডিউটিতে ঢুকিয়ে দেব।



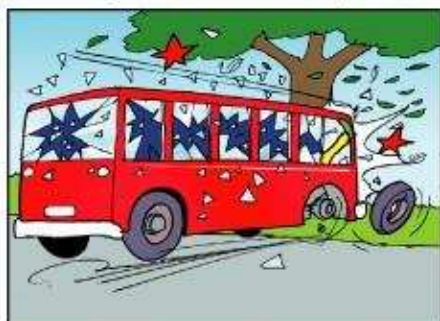












...এবং আমি আমার ছোট ভাইদের নিয়ে খুব পবিত্র।



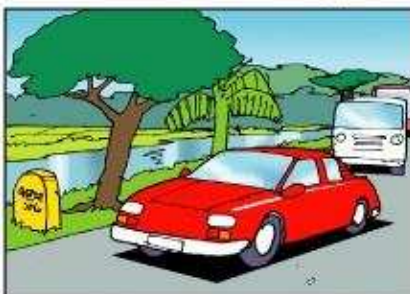
এই ফাইলগুলো নিয়ে আমরা শহরে জনসচেতনতা বাড়াব। আমরা নিরাপদ করসোরেশনকে সঠিই নিরাপদ করে তুলতে চাপ দেব।



তোদের যখন জনপদের তথ্য অধিকার নিয়ে এত আগ্রহ— যাবি নাকি আমার সাথে ঢাকায়, তথ্য কমিশনে?



কাল পাশের বাড়ির সাল্লাহউদ্দিন চাচার অভিযোগের শুনানি আছে তথ্য কমিশনে। চাচা আবেদন করে এবং পরে আপিল করেও তথ্য পাননি।



...আপিল প্রত্যক্ষাণের পর সাল্লাহউদ্দিন চাচা ৩০ দিনের মধ্যে একটা ফরমে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দিয়েছিল।



তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ ৭৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে। কমিশনে শুনানি হয়েছে, কমিশন অনুসন্ধানও করেছে। আজ নিশ্চয় বায় হবে।





পত জুলাই মাসে সালোহউদ্দিন সাহেব বান্ধুকুশা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব খালেদ সাহেবের কাছে নির্ধারিত ফরমে তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন।



'ইউনিয়নের কাবা কাবা বয়স্ক ভাতা পান' তার একটি তালিকা সালোহউদ্দিন সাহেব আপনার কাছে চেয়েছিলেন।



জি। তবে আমি সেটা ওরাকে দিইনি।



তারপর উনি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে আপিল করেছিলেন, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু কেন?



আমি যে কারণে তথ্য দিইনি, চেয়ারম্যান সাহেবও একই কারণে আপিল নেননি। আমরা যাব-তার কাছে তথ্য দিই না।



কারণ এই তালিকা অতি গোপনীয়, ইহা দিলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।



বয়স্ক ভাতার তালিকা অতি গোপনীয়। এতে আবার ভাবমূর্তিরও ক্ষতি হয়।



আমরা বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি, দেখলাম সত্যিই ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। তবে সেটা রাষ্ট্রের নয়। আপনার।



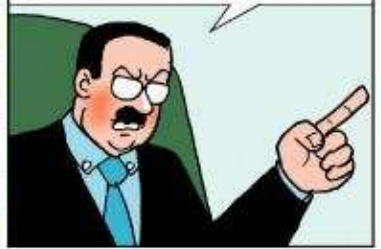
কারণ এই তালিকায় আপনার স্বজনদের নাম রয়েছে। তাদের কারেই বয়স্ক ভাতা পাবার কথা নয়।



এমনকি পাওয়ার যোগ্য নয়, এমন ব্যক্তির নামেও
আপনারা বয়স্ক ভাতা দিচ্ছেন।



আপনি দেখি। এতএব আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে
সলোহউদ্দিন সাহেবকে তার চাহিত তথ্য দেবেন।



নির্ধারিত সময়ে তথ্য না দেওয়ায় আপনাকে ৫ হাজার
টাকা জরিমানা করা হলো। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণ
বাবদ সালোহউদ্দিন সাহেবকে ৩ হাজার টাকা
পরিশোধ করবেন।



আর আপনার দুর্নীতির ব্যাপারে বিজাগীর তদন্ত ও ব্যবস্থা
নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।



একটি?

পিকু-প্যাকলে এখন বান্দেবুশা শহরে বিখ্যাত। ওদের কারণে এখন বান্দেবুশা শহরে অনেক সড়ক
দুর্ঘটনা কমে গেছে। নিরাপদ করপোরেশন থেকে বাজে ড্রাইভার সব বাদ হয়েছে।



পিকু প্যাকলের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাই
এখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা
বলে। তার ফলাফল ইতিবাচক।



বান্দেবুশা ধীরে ধীরে একটি আদর্শ শহর হয়ে উঠেছে।



তোমরা যারা বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত ও আরো উন্নত করতে চাও,
মনে রেখো, সেটা অনেকভাবেই করা সম্ভব।

আর এই 'অনেক ভাবে'র
মধ্যে তথ্য অধিকার আইন
একটা মোক্ষম হাতিয়ার।



মনে রাখবে, তোমরা কর্তৃপক্ষের নিকট যত
বেশি তথ্য চাইবে, কর্তৃপক্ষ তত সচ্চরিত্রভাবে
জনগণের সেবা করবে। কারণ...



তথ্য প্রকাশের সাথে সাথে কে কী ভুল করছে
তা প্রকাশ হয়ে যায়। তাতে ভুল শোধরানো সম্ভব হয়
আর সবাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।



এজন্যই বলে, জ্ঞানই শক্তি।

সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানই শক্তি



জনগণের সকল তথ্য জানার অধিকার রয়েছে

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কোনো
নাগরিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাকে
তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ
সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিও
এই আইনে কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।



তথ্য কমিশন



The Asia Foundation